আসসালাম-ওয়ালাইকুম, শুভ মধ্যাহ্ন প্রিয় সুধী। আমি উদয় সাহা। আমি এখন বিজয় অর্জনের পরবর্তী সময়ে বীরাঙ্গনাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বাঙালি বিজয় অর্জন করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। কিন্তু এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা সেই নির্যাতিত নারীদের বিজয় যেন তখনও আসেনি। সমাজ তাদের নিগৃহীত চোখে দেখত, আপনজনেরাও তাদের পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়। অবহেলায়-অনাহারে কাটতে থাকে তাদের জীবন।

তবে বিজয় অর্জনের কয়েকদিনের মধ্যেই সুফিয়া কামাল এবং আরো অনেকের প্রচেষ্টায় সেই নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়।

এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, তারা তার মা, তার বোন, তার কন্যা। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্রিকায় তাদের উপর নির্যাতনের চিত্র ফুটে ওঠে। বঙ্গবন্ধু তাদের বীরাঙ্গনা খেতাব দেন। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কিছু পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গনাদের কল্যাণে ২টি আইন প্রণয়ন করেন।

প্রথমটি হল **গর্ভপাত অধ্যাদেশ**। এর ফলে বীরাঙ্গনারা স্বেচ্ছায় গর্ভপাত করতে পারতেন। ১৯৭২ সালে অস্ট্রেলিয়ান ড. জিয়ফ্রে ডেভিস এর তত্ত্বাবধানে লক্ষাধিক গর্ভপাত করানো হয়। অবশেষে প্রায় ২৫০০০ শিশু জন্মগ্রহন করে।

এই শিশুদের কোন দোষ ছিল না। তাই তাদের কল্যানের কথা ভেবে দ্বিতীয় আইন **আন্তর্জাতিক দত্তক আইন** পাস করানো হয়। ফলে ৫টির বেশি দেশে এই শিশুদের দত্তক প্রদান করে সুন্দর জীবন দান করা হয়। প্রথম শিশুটি কানাডায় দত্তক দেয়া হয়।

তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই বীরাঙ্গনাদের জন্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে সরকারগুলো এই বীরাঙ্গনাদের কথা যেন রীতিমতো ভুলেই যায়।

এর মাধ্যমেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমাদের পরবর্তী বক্তাকে ডেকে নিচ্ছি। আমাকে শোনার জন্য ধন্যবাদ।